নতুন অভিবাসন আইন

স্বপ্নের দেশ এখন কানাডাও। কানাডায় যেতে চান অনেকেই। কিন্তু সঠিক নিয়ম না জানার কারণে সমস্যায় পড়েন। ২৮ জুন চালু হয়েছে নতুন অভিবাসন আইন...

লিখেছেন **জসিম মল্লিক** ও **জব্বার হোসেন**

কানাডার নতুন ইমিগ্রেশন আইনে কারিগরি কাজে দক্ষ কর্মীদের কানাডায় অভিবাসী হওয়ার সহজ সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ৩ জুলাই হোটেল শেরাটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছে কানাডায় অভিবাসনে সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠান সাউথ ইস্ট ইন্টারন্যাশনাল। সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সাউথ ইস্ট ইন্টারন্যাশনালের দুই কর্ণধার কানাডিয়ার নাগরিক আইনজীবী ইয়ান ওয়াং এবং প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান কানাডিয়ান নাগরিক বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত শাহ জহির আহমেদ।

অঢেল কাজের সুযোগের দেশ কানাডা। পশ্চিম গোলার্ধের সমৃদ্ধশালী এই দেশটি এখন আপনার অপেক্ষায়। এই দেশটি চলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষ নিয়ে। কারণ এই দেশটির জনসংখ্যা তার আয়তনের তুলনায় অনেক কম। যে কারণে কানাডা সরকার তাদের প্রয়োজনে প্রতিবছর বিপুল সংখ্যক বিদেশীকে ইমিগ্র্যান্ট হিসাবে গ্রহণ করে সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ করে দিচ্ছে।

গত ২৮ জুন থেকে কানাডা ইমিগ্রেশন অ্যান্ড রিফিউজি প্রটেকশন অ্যাক্ট কার্যকর হয়েছে। ১৯৭৮ সালের ইমিগ্রেশন রেগুলেশনের পরিবর্তে প্রণীত ইমিগ্রেশন এন্ড রিফিউজি প্রটেকশন রেগুলেশনও একই সঙ্গে কার্যকর হবে। এ প্রসঙ্গে শাহ জহির জানান, কানাডার নতুন ইমিগ্রেশন আইনে সাধারণ শ্রেণীতে অভিবাসনের আবেদনকারীদের সমস্যা হবে। কারণ নতুন আইনে অভিবাসনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পয়েন্টের মান বাড়ানো হয়েছে। ফলে একজন আবেদনকারীকে এখন অনেক বেশি পয়েন্ট পেতে হবে। কিন্তু কারিগরি কাজে দক্ষদের জন্য পয়েন্ট বেশি হওয়ায় তারা সহজ সুযোগ পাবেন। কারণ এখন সব পেশার জন্যই পয়েন্ট প্রথা চালু হয়েছে, যা আগে ছিলো না। তিনি জানান, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং, একাউন্টেট, লাইব্রেরিয়ান, ফার্মাসিস্ট, সাংবাদিক, পুষ্টিবিদ, মেডিকেল টেকনোলজিস্ট, পশু চিকিৎসাসহ বিভিন্ন দক্ষ ব্যক্তিরা অভিবাসনে অগ্রাধিকার পাবেন।

শাহ জহির জানান, যথাযথভাবে আবেদন করতে না পারায় বাংলাদেশের অনেকে অভিবাসনের সুযোগ পান না। সাউথ ইস্ট ইন্টারন্যাশনাল অগ্রিম কোনো অর্থ না নিয়েই কানাডায় অভিবাসনের জন্য আবেদনপত্র তৈরি করে দেয়। কোনো প্রার্থীর কাছ থেকে ভিসা হওয়ার আগে কোনো কনসালটেন্সি ফি নেয়া হয় না। এমনকি সফল আবেদনকারী অভিবাসী হয়ে কানাডায় পৌঁছার পর টরেন্টোতে অবস্থিত সাউথ ইস্ট ইন্টারন্যাশনাল অফিস থেকে সহায়তা দেয়া হয়।

কানাডায় ইমিগ্রেশনের জন্য নতুন আইনে একজন আবেদনকারীকে ভিসা পেতে হলে শিক্ষা, ভাষাগত দক্ষতা, কাজের অভিজ্ঞতা, বয়স, অ্যারেঞ্জড এমপ্লয়মেন্ট এবং এডাপটেবিলিটি বিষয়গুলোয় সর্বমোট ১০০ পয়েন্টের মধ্যে ৭৫ পয়েন্ট পেতে হবে। আগে ৭০ পয়েন্ট পেতে হতো।

কানাডায় নতুন এই ইমিগ্র্যান্ট সিলেকশন পদ্ধতি বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের আবেদনকারীদের জন্য বেশ কঠিন বলে

নতুন পদ্ধতি

যেভাবে পয়েন্ট নির্ধারিত হবে

নতুন অভিবাসন আইনে সর্বমোট ১০০ নম্বরের মধ্যে পাস মার্ক নির্ধারণ করা হয়েছে ৭৫। পূর্বে মোট ১১০ নম্বরের মধ্যে ৭০ নম্বর পেলেই চলতো।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : এখানে সর্বমোট ২৫ পয়েন্ট রয়েছে। মাস্টার ডিগ্রিসহ ১৭ বছরের শিক্ষাজীবনের জন্য রয়েছে ২৫ পয়েন্ট। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রচলিত ১৬ শিক্ষা বর্ষে অর্জিত মাস্টার্সে পূর্ণ পয়েন্ট পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশে মাস্টার্সের ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে ২২ পয়েন্ট। ৩ বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ১৫ বছরের শিক্ষাজীবনে পাওয়া যাবে ২০ পয়েন্ট। ৩ বছরের ডিপ্লোমা বা ট্রেড সার্টিফিকেট বা শিক্ষানবিস হিসাবে অভিজ্ঞতাসহ ১৫ বছরের শিক্ষাজীবনের জন্য রয়েছে ২০ পয়েন্ট। ২ বছরের ডিপ্লোমা বা ট্রেড সার্টিফিকেট বা শিক্ষানবিস হিসেবে অভিজ্ঞতাসহ ১৪ বছরের পূর্ণ শিক্ষাজীবনের জন্য রয়েছে ১৫ পয়েন্ট। ১ বছরের ডিপ্লোমা বা সমমানের ক্ষেত্রে ১৩ বছরের শিক্ষাজীবনের জন্য পাওয়া যাবে ১০ পয়েন্ট। আর উচ্চ মাধ্যমিকসহ ১২ বছরের পূর্ণ শিক্ষাজীবনের জন্য পয়েন্ট নির্ধারিত হবে ৫।

ভাষাগত যোগ্যতা : এ ক্ষেত্রে পূর্বের তিন স্তরের পরিবর্তে নতুন আইনে দুই স্তরে নির্ধারণ করা হয়েছে। এখানে রয়েছে সর্বমোট ২৪ পয়েন্ট। ইংরেজি বা ফ্রেঞ্চ ভাষা লিখতে, পড়তে, বলতে এবং বুঝতে পারার ওপর নম্বর রয়েছে। প্রথম ভাষা হিসেবে ইংরেজিতে পূর্ণ দক্ষতার জন্য রয়েছে ১৬ পয়েন্ট, মধ্যম মানের জন্য ৮ পয়েন্ট। দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ফ্রেঞ্চ বা ইংরেজি ভাষায় বলা, লেখা, পড়া এবং বুঝতে উচ্চমানের দক্ষতার জন্য প্রত্যেক ক্ষেত্রে ২ পয়েন্ট করে ৮ পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে।

কাজের অভিজ্ঞতা : এ ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২১ পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে। ৪ বছরের সাম্প্রতিক কর্মদক্ষতার অভিজ্ঞতার জন্য সর্বোচ্চ পয়েন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে ২১। তিন বছরের জন্য ১৯ পয়েন্ট, দুই বছরের জন্য ১৭ পয়েন্ট এবং এক বছরের সাম্প্রতিক কার্যদক্ষতার অভিজ্ঞতার জন্য পয়েন্ট নির্ধারিত হয়েছে ১৫।

বয়সসীমা : এক্ষেত্রে পূর্ব নিয়মই অনুসৃত হবে। ২২ থেকে ৪৯ বছর পর্যন্ত ১০ পয়েন্ট পাওয়া যাবে। এর ১ বছর কম বা বেশির জন্য প্রতি ২ পয়েন্ট করে কমবে।

অন্যান্য : এছাড়া কানাডায় নিকটাত্মীয় থাকলে ৫ পয়েন্ট পাওয়া যাবে। প্রার্থীর স্বামী বা স্ত্রীর শিক্ষাগত যোগ্যতায়ও পয়েন্ট নির্ধারিত হবে। বাংলাদেশে মাস্টার্স বা পিএইচডি'র ক্ষেত্রে ৪ পয়েন্ট, অনার্সের ক্ষেত্রে ৩ আর কানাডায় যদি কোনো কাজের অভিজ্ঞতা থাকে তবে তা ৫ পয়েন্ট হিসাবে ধরা হবে। এভাবে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নম্বর বন্টন করা হয়েছে।

বিবেচিত হচ্ছে। গত ১১ জুন নতুন এই আইন জারির পর কানাডিয়ান বার এসোসিয়েশেন, দ্য এসোসিয়েশন অব ইমিগ্রেশন কাউন্সিল অব কানাডা, কানাডিয়ান চেম্বার অব কমার্সসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং পেশাজীবীরা নতুন ইমিগ্র্যান্ট সিলেকশন পদ্ধতিকে কঠিন এবং সময়োপযোগী নয় বলে অভিহিত করেন। বিশেষ করে নতুন আইন জারির আগে দাখিল করা আবেদনপত্রগুলো নতুন আইনে বিবেচিত হলে বিপুল পরিমাণ দরখাস্ত বাতিল হতো।

বর্তমানে প্রায় ৬ লাখ আবেদনপত্রের মধ্যে আগামী ৩১ মার্চ ২০০৩ তারিখের আগ পর্যন্ত পুরনো পদ্ধতিতে ১ লাখ ৬০ হাজার আবেদনপত্র চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানের পরিকল্পনা করা হলেও নতুন আইন প্রবর্তনের আগে দাখিল করা প্রায় ১ লাখ ৭৩ হাজার দরখাস্ত নতুন পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন করা হবে। একে অনেকেই অনৈতিক এবং অবিবেচনাসুলভ বলে অভিহিত করেছেন। তবে আগামী বছর ১ এপ্রিল থেকে পরবর্তী সময়ে সব আবেদনপত্র নতুন পদ্ধতিতে নির্বাচন করা হবে। এক্ষেত্রে গত বছর ৩১ ডিসেম্বরের আগে দাখিলকৃত আবেদনকারীকে ভিসা পেতে হলে ৫ পয়েন্ট কম অর্থাৎ ৭০ পয়েন্ট পেতে হবে।

নতুন আইনের অধীনে মোট ১০০ নম্বরের মধ্যে পাস মার্ক নির্ধারণ করা হয়েছে ৭৫। আগে মোট ১১০ নম্বরের মধ্যে ৭০ নম্বর পেতে হতো। শিক্ষাগত ডিগ্রি অর্জনকালে শিক্ষাবর্ষের পার্থক্যের ওপর পয়েন্ট বন্টন করা হয়েছে। যেমন ১৭ শিক্ষাবর্ষে অর্জিত মাস্টার ডিগ্রির জন্য আছে শিক্ষা বিষয়ে পূর্ণ পয়েন্ট ২৫। এছাড়াও ইংরেজি বা ফরাসি ভাষায় দক্ষতার বিষয়টি আগের তিন স্তরের পরিবর্তে নতুন আইনে দুই স্তরে নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষাবর্ষ এবং ভাষাগত দক্ষতার বিষয়টি বাংলাদেশের আবেদনকারীদের বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনাকরণ অত্যন্ত জরুরি। সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনান্তে দেখা যায়, নতুন পদ্ধতিতে কানাডায় ইমিগ্রেশন পেতে হলে একজন আবেদনকারী স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই মাস্টার ডিগ্রিধারী, ইংরেজি বা ফরাসি ভাষায় উচ্চতর দক্ষতাসম্পন্ন হতে হবে। কানাডায় নিকটাত্মীয়ের অবস্থান এবং কানাডায় চাকরির সংস্থান সংক্রান্ত বিষয়াদি অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

এসব বিষয়ে সাউথ ইস্ট ইন্টারন্যাশনাল সব রকম সহায়তা দিয়ে থাকে। ঢাকায় ৩টি এবং চট্টগ্রামে একটি কার্যালয় রয়েছে এদের। ঢাকার মূল অফিস হচ্ছে ১০/২৮ তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ফোন ৯১৩২০৮১, ৯১২৯৬৬৬। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৭ সাল থেকে তাদের কার্যক্রম শুরুর পর থেকেই প্রায় ৯৯ ভাগ সাফল্য লাভ করেছে। ১৮৮০ রকমের পেশায় যে কোনো একটিতে ইমিগ্র্যান্ট হবার সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের সুযোগ বিনে পয়সায় করে দিচ্ছে।